দৈনিক ইনকিলাব

MAR 3

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ পরীক্ষার নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সারাদেশের কলেজগুলোর লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে গ্রহণের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা এবং নানা অনিয়ম ও অবহেলার কারণে যথাসময়ে তাদের ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। গত বছরের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত অনার্স ও তার আগের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল এখনো প্রকাশ করা হয়নি। অথচ পরীক্ষা গ্রহণের ৩ মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের বিধান রয়েছে। কিন্তু ৬ থেকে ৮ মাস অতিবাহিত হবার পরও এসব পরীক্ষার্থীর সবার ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। ফলাফল প্রকাশে রহস্যজনক দীর্ঘসূত্রতার কারণে এসব ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন থেকে মূল্যবান সময় হারিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তি, অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির সময় লাভে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে, ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণে ফেল করা ও মানোন্নয়নে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন থেকে দু'বছর পর্যন্ত সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটি বছরের পরীক্ষার ফলাফল সব সময়ই পরবর্তী বছরের পরীক্ষার অনেক আগেই প্রকাশ করতে হয়। যাতে ঐ পরীক্ষায় ফেল করা ও মানোন্নয়নে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ পরবর্তী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই এর ব্যতিক্রম ঘটছে। পরবর্তী বছরের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলেও আগের বছরের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত

হচ্ছে না। এতে ফেল করা ও মানোন্নয়নের ছাত্রছাত্রীদের ২ বছর বসে থেকে তৃতীয় বছরে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে। এর ফলে অনেকের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদও শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা পরীক্ষা বিধির সুস্পষ্ট লংঘন। শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের অনার্স-মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে ৭ বছর লেগে যাচ্ছে।

২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ রয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের মূল কারণ হচ্ছে ফলাফল টেম্পারিং ও ফল বেচাকেনা। ফলাফল আটকে রেখে বহু কলেজে খবর পাঠানো হয়—খারাপ ফলাফল ভাল করতে হলে টাকা নিয়ে শিক্ষক বা পরীক্ষার্থীদের যোগাযোগ করার জন্য। রেজাল্ট বেচাকেনায় টাকা-পয়সার এই দেন-দরবারে সবকিছু দেরি হয়ে যাচ্ছে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। ইতিপূর্বে তিনি কখনও পরীক্ষা পরিচালনার ও প্রশাসনিক কাজে জড়িত ছিলেন না। উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অমল কান্তি সেনের অবস্থাও তাই। পরীক্ষকদের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। তাই ফলাফল তৈরীর চলছে চরম বিশৃংখলা। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অমল কান্তি সেন ছাত্রজীবনে পরস্পর সহপাঠী থাকায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এই ৩ বন্ধুর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তাদের মর্জিমাফিকই চলছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কারও কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন পড়ছে না। হরিহর আত্মা এই ৩ বন্ধুর একজন বিনয় রতন বড়ুয়ার স্ত্রী আবার প্রধানমন্ত্রীর বান্ধবী হওয়ায় তাদের হয়েছে আরও পোয়া বারো। ফলে এই সম্পর্ক বিক্রি করেই নাকি তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে কুক্ষিগত করে রেখেছেন এবং কোন নিয়ম-নীতি বা শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ এবং অভাব-অভিযোগের পরোয়া করছেন না। এ কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ডুবতে বসেছে। শিক্ষার্থীদের সেশনজট নিরসনের উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন সেশনজটের সাথে নতুন যুক্ত হয়েছে ফলাফল জট।

গত বছরের জুলাই মাসে যখন ১৯৯৬-৯৭ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের অনার্স পরীক্ষার আয়োজন করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পেছানোর দাবীতে সারাদেশে আন্দোলন করেছিল। কারণ এদের দ্বিতীয় বর্ষের ফলাফলের পর তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নের জন্য মাত্র ৪ মাস সময় দেয়া হয়েছিল। অথচ তৃতীয় বর্ষে পুরো এক বছর অধ্যয়ন করেই তাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কথা। কিন্তু পরীক্ষার তারিখ আগেই নির্ধারিত থাকায় কর্তৃপক্ষ সেশনজট এড়ানোর নামে ৪ মাসের মধ্যেই জুলাইতে তাদের অনার্স পরীক্ষা নেয়। সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হওয়া এ পরীক্ষায় প্রায় অর্ধলক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। ডিসেম্বরের মধ্যেই ওদের ফলাফল প্রকাশের কথা থাকলেও গত ৬ মাসেও তাদের ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। দু'একটি বিষয়ের ফল সম্প্রতি বের হলেও অধিকাংশ বিষয়ের ফলাফল কবে প্রকাশ হবে তাও অনিশ্চিত। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ও তাদের উৎকণ্ঠিত অভিভাবকরা প্রতিদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়েও কোন সদুত্তর পাচ্ছেন না। ইতিপূর্বে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেয়া অনার্স পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের আগেই মাস্টার্স শ্রেণীতে ক্লাস শুরু করা হলেও বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে ঐসব পরীক্ষার্থী আরও বিপাকে পড়েছে।

অপরদিকে গত বছর অনুষ্ঠিত মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফলও দীর্ঘসূত্রতার জালে আটকা পড়েছে। অনার্স পরীক্ষার আগে এই মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এখনও বেশীরভাগ বিষয়ের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় প্রায় অর্ধলক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। কিন্তু ফলাফল না পেয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষার্থীরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে।

আওয়ামী নেতা গ্রেফতার

নান্দাইল সংবাদদাতা ঃ ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার ভাটাচরিয়া গ্রামের জনৈক আবদুস সালামের সুন্দরী স্ত্রীকে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে স্থানীয় আওয়ামী নেতা নান্দাইল ইউপি সদস্য বাবুল মিয়া ঘরের ভেতর প্রবেশ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে ধর্ষিতা থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ ধর্ষক বাবুল মিয়াকে গ্রেফতার করে হাজতে প্রেরণ করে।